



অম্বুরের পরিশুদ্ধির জন্য একটি দিকনির্দেশনা মূলক লিখনি

কু-ধারণা

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী
- কু-ধারণার উপর শরীয়তের বিধান কখন আরোপ হবে?
- ধারণা কাকে বলে?
- কু-ধারণার ১২টি প্রতিকার
- কু-ধারণা থেকে বাঁচা সম্বন্ধে তিনটি বাণী
- অপরকে কু-ধারণা থেকে বাঁচান



অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য একটি দিকনির্দেশনা মূলক লিখনি

কু-ধারণা

উপস্থাপনায়

আল মদীনা তুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

কিতাবের নাম : কু-ধারণা

উপস্থাপনায় : আল মদীনা তুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশকাল : সফর ১৪৪১ হিজরি। অক্টোবর ২০১৯ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

ফোন: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com

Web: www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৩টি নিয়ত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়ত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।
- (২) ভাল নিয়ত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।
- (১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত (৩) তাউজ ও (৪) তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠারই উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো।
- (৬) যথাসম্ভব তা অযু সহকারে এবং (৭) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো।
- (৮) কোরআনের আয়াত এবং (৯) হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো।
- (১০) যেখানে যেখানে আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং (১১) যেখানে যেখানে প্রিয় নবীর নাম মুবারাক আসবে সেখানে صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পড়বো। (১২) নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) “সনাজিককরণ” সম্বলিত পৃষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লিখে রাখবো। (১৩) কিতাবে কোন শরয়ী ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিত ভাবে জানাবো। (লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আভার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'। যা দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثْرَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দরুসি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরূপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’র সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আ’লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুনাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুনাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্জ, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাঙ্গিক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা’ওয়াতে ইসলামীর ‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’ মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اَمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথমে এটি পাঠ করে নিন	৮	(৫) শাহী দরবাবে সুপারিশ	৩২
অন্তর থেকেও হিসাব নেয়া হবে	৯	কু-ধারণার ১২ টি প্রতিকার	৩২
অন্তরকে 'عُذْرٌ' কেন বলা হয়?	১০	সু-ধারণা সম্পর্কে ৫টি বর্ণনা	৩৫
উদ্বেগজনক পরিবর্তন	১১	(১) ভাল ধারণা করা ইবাদত	৩৫
দরুদ শরীফের ফযীলত	১৪	(২) কু-ধারণার উপর অটল থেকে না	৩৫
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী	১৪	(৩) ভালভাবে উপস্থাপন করো	৩৭
অধিকহারে ধারণা করার নিষেধাজ্ঞা	১৬	(৪) মুসলমানের অবস্থা সম্পর্কে যথাসম্ভব	৩৭
ধারণা কাকে বলে?	১৭	ভাল ধারণা করা ওয়াজিব	৩৭
ধারণার প্রকারভেদ	১৭	(৫) মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা	৩৮
(১) কু-ধারণা জায়িয় হওয়ার অবস্থা	১৭	রাখা মুস্তাহাব	৩৮
কু-ধারণা জায়িয় হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য	১৯	ইবাদত পরায়ন ফকীর	৩৮
(২) কু-ধারণা নিষেধ	২০	ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো	৩৯
কু-ধারণা থেকে বাঁচা সম্পর্কে তিনটি বাণী	২০	সু-ধারণায় কোন ক্ষতি নেই	৪১
কু-ধারণার উপর শরীয়াতের বিধান কখন	২১	এক বছরের বঞ্চনা	৪২
আরোপ হবে?		কু-ধারণা থেকে বাঁচার ৭টি রূহানী	৪৪
কু-ধারণা হারাম হওয়ার দু'টি অবস্থা	২১	চিকিৎসা	৪৪
(১) কু-ধারণাকে অন্তরে গোঁথে নেয়া	২১	চেষ্টা অব্যাহত রাখুন	৪৫
(২) কু-ধারণাকে মুখে নিয়ে আসা বা এর	২৩	অপরকে কু-ধারণা থেকে বাঁচান	৪৫
উপর আমল করে নেয়া		অপরকে কু-ধারণা থেকে বাঁচানোর	৪৬
কু-ধারণার ধ্বংসলীলা	২৩	৩টি ঘটনা	৪৬
কু-ধারণার ভয়ঙ্কর আপদ	২৫	(১) সে আমার স্ত্রী	৪৬
আল্লাহর অলীদের প্রতি কু-ধারণাকারীদের	২৬	(২) আরাউরি তেল	৪৭
তাওবার ৫টি ঘটনা		(৩) এটি যমযমের পানি	৪৮
(১) সওদাগরের তাওবা	২৬	মাদানী পরিবেশ গ্রহণ করে নিন	৪৮
(২) কু-ধারণা পোষণকারীনি দাসী	২৯	ফ্যাশন পুজারী যুবকের তাওবা	৪৯
(৩) অলীর ক্ষমতা	৩০	নামাযী হয়ে গেলো	৫১
(৪) সুন্দর আপেল	৩১	তথ্যসূত্র	৫৩

প্রথমে এটি পাঠ করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে “প্রিয় জীবনের চারদিন” অতিবাহিত করার পর আমাদেরকে অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, যার ভয়ঙ্কর একাকিত্বে জানিনা কতদিন আমাদের অবস্থান করতে হবে। অতঃপর যখন হাশরের ময়দানে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার দরবারে জীবনের সফর সম্পর্কে শুনানোর জন্য উপস্থিত হবো, তখন আমরা নিজেদের প্রতিটি আমল আপন আমলনামায় লিখিতভাবে দেখবো, যেমনটি কোরআনে মজীদে ইরশাদ হচ্ছে:

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ
أَشْتَاتًا لِّيُرَوَّأَ أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

(পারা ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াত ৬-৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই দিন মানুষ আপন রবের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সমূহ দেখানে হয়। সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।

এরপর আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ক্ষমার বার্তা আসবে নাকি **مَعَادَ اللَّهِ** (আল্লাহর পানাহ!) জাহান্নামে যাওয়ার আদেশ আসবে। **نَسْتَأْذِنُ الْعَاقِبَةَ** (অর্থাৎ আমরা নিরাপত্তাই কামনা করছি।)

গর তু নারাজ হোয়া মেরি হালাকত হোগী!
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জলোস্কা ইয়া রব!
আ'ফউ কর অউর সদা কে লিয়ে রাজি হো জা,
গর করম কর দেয় তু জান্নাত মে রহোস্কা ইয়া রব!

(আমীরে আহলে সন্নাত **داعية بركة تهم العالیه** রচিত আরমগানে মদীনা)

অন্তর থেকেও হিসাব নেয়া হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ বা নেকী সম্পাদনে শরীরের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ যেমন; হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ভূমিকা তো সবার কাছে প্রকাশ্য, কিন্তু এই দিকে সাধারণত আমাদের মনযোগ থাকে না যে, বুকের মাঝে স্পন্দন করা হৃদপিণ্ড নামক অন্তরও আমাদের আমলনামায় নেকী বা গুনাহ বৃদ্ধিতে তার সাথে সমান অংশীদার। অতএব যখন হাশরের ময়দানে চোখ কান ইত্যাদি থেকে হিসাব নেয়া হবে, তখন এই অন্তরও তাদের সাথে অংশীদার হবে। কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ السَّعْيَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣١﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

এই আয়াতের আলোকে আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৬৭১ হিঃ) তাফসীরে কুরতুবীতে লিখেন: “অর্থাৎ এর মধ্যে প্রত্যেককে এর ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, অতএব অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এর মাধ্যমে কি ভাবা হয়েছে এবং কি বিশ্বাস রাখা হয়েছে আর চোখ ও কানকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমাদের মাধ্যমে কি দেখা হয়েছে এবং কি শোনা হয়েছে।” (আল জামেউ লি আহকামিল কোরআন, আসরা’, ৩৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/১৮৮)

আর আল্লামা সাযি়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১২৭০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মাআনীতে এই আয়াতের আলোকে লিখেন: “এই আয়াত এই বিষয়ে দলীল যে, মানুষের অন্তরের ব্যাপারেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যেমন; কোন গুনাগের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয়া বা অন্তরের বিভিন্ন রোগ যেমন; হিংসা, ক্ষোভ ও অহমিকা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, তবে হ্যাঁ! ওলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, অন্তরে কোন গুনাহের সম্পর্কে শুধু ভাবাতে জবাবদিহীতা নেই আর তার করার দৃঢ় ইচ্ছা নেই।”

(রুহুল মাআনী, ১৫ পারা, আল আসরা, ৩৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ১৫/৯৭)

অন্তরকে ‘قُدْرٌ’ কেন বলা হয়?

অন্তরকে আরবী ভাষায় قُدْرٌ (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল) বলা হয় এবং একে قُدْرٌ বলার কারণ হলো যে, এটি বিভিন্ন সময়ে পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় উভয় প্রকারের অবস্থায় বিরাজ করে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৩০৪)

এই বাস্তবতাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে: “অন্তরের উদাহরণ ঐ ডানার মতো, যা সমতল ভূমিতে রয়েছে, যাকে বাতাস জাহির ও বাতিন উল্টে পাল্টে দেয়।”

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস আবু মুসা আশয়ারী, ৭/১৭৮, হাদীস নং-১৯৭৭৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই যদি আমরা আমাদের অন্তর সম্পর্কে ভাবি তবে এই ফলাফল সামনে চলে আসবে যে, কখনো এর মাঝে দয়া প্রধান্য বিস্তার করে এবং কখনো কঠোরতা তাকে আকঁড়ে ধরে, কখনো দানশীলতার সমুদ্রে ঢেউ বয় তবে কখনো কৃপণতার ঝড় তার ধ্বংসযজ্ঞতা প্রদর্শন করে, কখনো তো বিনয়ের এমন প্রতিচ্ছবি হয়ে যায় যে, কুকুরকেও নিকৃষ্ট মনে করে না এবং কখনো এমন অহঙ্কারী যে, বড় বড়দেরও মান্য করে না, কখনো তো এমন মুখলিস যে, নিজের নেক আমল প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে চিন্তিত হয়ে যায় এবং কখনো এমন অবস্থা যে, প্রশংসা না হলে অনুশোচনা অনুভব করে, কখনো এমন ধৈর্যশীল যে, বড় বড় বিপদে উফ পর্যন্ত করে না আর কখনো এমন অধৈর্য যে, সামান্য কষ্টে আর্তনাদ শুরু করে দেয়, কখনো তো আপন প্রতিপালক আল্লাহ পাককে এমন ভয় করে যে, গুনাহ করার চিন্তাতেই ঘাবড়ে যায় এবং কখনো এমন উদাসীন যে, বড় বড় গুনাহ করার পরও লজ্জিত হওয়ার প্রভাবও দেখা যায় না, কখনো তো ইশ্কে রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর এমন প্রেরণা যে, অন্তরের ভাষায় বলে উঠে:

মেরে তু আ'প হি সব কুছ হে রহমতে আলম,
মে জি রাহা হৌঁ যমানে মে আ'প কি কে লিয়ে।

আর কখনো দুনিয়ার ভালবাসা এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে যে, একেই নিজের সব কিছু মনে করে বসে, কখনো তো মুসলমানের কল্যাণ কামনার এমন প্রেরণা যে, নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অপরের কল্যাণ করে এবং কখনো এমন স্বার্থপর যে, নিজের লাভের জন্য মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করতেও দ্বিধা করে না, কখনো এমন অমুখাপেক্ষী যে, শত সম্মান করে অনুরোধ করার পরও বসেন না আর কখনো এমন সম্মানের আকাঙ্ক্ষী যে, পছন্দমত স্থান না পেলে মুখ ফুলিয়ে বরং মাহফিল থেকেই চলে যায়, কখনো এমন অল্পেতুষ্ট যে, চাহিদার অতিরিক্ত সম্পদ পেয়ে গেলেও তবে নিতে চায়না এবং কখনো এমন লোভী যে, প্রচুর সম্পদ থাকার পরও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টায় লেগে থাকে, কখনো তো এমন লাজুক যে, একাকীও লজ্জা বহির্ভূত কাজ করে না আর কখনো এমন নির্ভীক যে, মানুষের সামনেও অশ্লিল কাজ করতেও লজ্জাবোধ করে না।

عَلَىٰ هَذَا التَّوْبَاتِ (এভাবেই অনুমান করুন)

উদ্বেগজনক পরিবর্তন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে হওয়া এই পরিবর্তন খুবই উদ্বেগজনক, এজন্য আমাদের এর প্রতি কখনোই অলসতা করা উচিত নয়। তাই আমাদের প্রথমত আল্লাহ পাকের দরবারে কলবে সালিম (অর্থাৎ ভাল কথার প্রভাব গ্রহণকারী অন্তর) এর প্রার্থনা করা উচিত। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যার পবিত্র কলব থেকে প্রবাহিত হওয়া রুহানী বর্ণা থেকে সারা জাহান সতেজতা লাভ করছে, সেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও আল্লাহ পাকের নিকট এভাবে দোয়া করতেন: “ يَا مُقَدِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّثْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ ” অর্থাৎ হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪/২২৫, হাদীস নং- ১২১০৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করার পাশাপাশি অন্তরের সংশোধনের জন্য আমলিভাবে চেষ্টা করাও খুবই জরুরী। তাই আমাদের সর্বপ্রথম নিজের অন্তরের পরিসংখ্যান করা উচিত যে, এই মুহুর্তে আমাদের অন্তরে যে গুণাবলী সমূহ প্রাধান্য বিস্তার করছে, তাতে কতটি ভাল গুণ (যেমন; দানশীলতা, একনিষ্ঠতা, দয়া ইত্যাদি) রয়েছে এবং কতটি খারাপ গুণ (যেমন; হিংসা, অহঙ্কার, বিদ্বেষ, কু-ধারণা)? অতঃপর ফলাফল সামনে এলে ভাল গুণাবলীকে স্থায়ী করার জন্য পরিপূর্ণভাবে কাজে লেগে যান এবং মন্দ গুণ থেকে মুক্তির চেষ্টা শুরু করে দিন।

পর্যালোচনাধীন “কু-ধারণা” কিতাবটিতে অন্তরে অস্থায়ীভাবে বিরাজ করা একটি বৈশিষ্ট্য কু-ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন; ধারণা কাকে বলে? এটি কত প্রকার? কু-ধারণা কখন জায়গি এবং কখন নাজায়গি? এতে শরয়ী বিধান কখন কার্যকর হবে? ইত্যাদি, তাছাড়া এর ধ্বংসযজ্ঞতা বর্ণনা করার পর প্রতিকারের পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবটি সাজাতে কোরআনে মজীদ, এর ৮টি তাফসীর, ১০টি হাদীসের কিতাব, এর ৪টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) এবং ১২টি অন্যান্য কিতাব থেকে বিষয়বস্তু নেয়া হয়েছে, তাছাড়া আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরার নিগরান مَدَّةَ ظِلُّهُ الْعَالِي এর ক্যাসেট বয়ান “কু-ধারণা” থেকেও পরিপূর্ণভাবে উপকার গ্রহণ করা হয়েছে (এই ক্যাসেট বয়ান মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে)। এই কিতাবে প্রায় ৫টি কোরআনে আয়াত, ২০টি হাদীসে মুবারাকা এবং ১১টি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। দৃঢ় আশা যে, অন্তরের সংশোধনের জন্য এই কিতাবটি খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩তম খন্ডের ৬২৪-৬২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: “মুহররামাতে বাতেনীয়া (অর্থাৎ বাতেনী নিষিদ্ধ বিষয়াবলী) যেমন; অহঙ্কার, লৌকিকতা, গর্ব ও হিংসা ইত্যাদি এবং এর প্রতিকারের জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফরয।” এই কিতাবটি শুধু নিজে পড়বেন না বরং অপর ইসলামী ভাইকেও এটি অধ্যয়ন করার উৎসাহ প্রদান করে সাওয়াবে জারিয়ার অধিকারী হোন। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া যে, আমাদেরকে “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা” করার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা এবং কাফেলায় সফর করার তৌফিক দান করুন এবং দাওয়াতে ইসলামীর আল মদীনাতুল ইলমিয়া সহ সকল মজলিশকে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুন। أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ
(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর আমার উপর দুনিয়ায় অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকে।” (ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং- ৮২১০)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী

এক বুয়ুর্গ বলেন: আমি একটি মসজিদে নামায আদায় করার জন্য গেলাম। সেখানে আমি দেখলাম যে, একজন ধনী ব্যবসায়ী বসে আছে এবং পাশেই একজন ফকীর দোয়া করছিলো: “হে আমার মালিক! আজ আমি এই ধরনের খাবার এবং এই ধরনের মিঠাই খেতে চাই।” ব্যবসায়ী এই দোয়া শুনে কু-ধারণা করে বললো: “যদি এটা আমাকে বলতো তবে আমি তাকে অবশ্যই খাওয়াতাম, কিন্তু সে বাহানাবাজি করছে এবং আমাকে শুনিতে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছে, যাতে আমি শুনে তাকে খাইয়ে দিই। আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে খাওয়ানো না।” সেই ফকীর দোয়া শেষে এক কোণায় ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি ঢাকনা দেয়া পাত্রসহ আসলো এবং ডানে বামে তাকাতে তাকাতে ফকীরের নিকট গেলো এবং তাকে জাগানোর পর সেই পাত্র খুবই বিনয় সহকারে তার সামনে রেখে দিলো। ব্যবসায়ী ভালভাবে দেখলো যে, তা সেই খাবারই ছিলো, যার জন্য ফকীর দোয়া করেছিলো। ফকীর চাহিদা অনুযায়ী তা থেকে খেলো এবং অবশিষ্টগুলো ফিরিয়ে দিলো।

ব্যবসায়ী খাবার নিয়ে আসা ব্যক্তিটিকে আল্লাহ পাকের ওসীলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: “তুমি তাকে পূর্বে থেকেই চিনতে?” খাবার নিয়ে আসা ব্যক্তি উত্তর দিলো: “আল্লাহর শপথ! কখনোই না, আমি একজন শ্রমিক। আমার স্ত্রী এবং কন্যা কয়েক বছর ধরে এরূপ খাবারের আকাংখায় ছিলো, কিন্তু ব্যবস্থা করতে পারতাম না। আজ আমি পারিশ্রমিক হিসাবে এক মিচকাল (অর্থাৎ সাড়ে চার মাশা) স্বর্ণ পাই তখন আমি তা দিয়ে মাংস ইত্যাদি কিনলাম এবং ঘরে নিয়ে আসলাম। আমার স্ত্রী খাবার প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো আর এর মধ্যে আমার চোখে ঘুম চলে এলো। চোখ বন্ধ হতেই আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো, আমি স্বপ্নে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিয়ারত করলাম, আমি দৃশ্য পটে মগ্ন ছিলাম, এমন সময় ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো, রহমতে ফুল ঝরতে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ গোছানো ছিলো: আজ তোমার এলাকায় আল্লাহ পাকের একজন অলী এসেছে, সে মসজিদে অবস্থান করছে। যে খাবার তুমি তোমার স্ত্রী সন্তানের জন্য প্রস্তুত করেছো, সেই খাবার তার খেতে মন চাইছে, তার কাছে নিয়ে যাও, নিজের চাহিদা অনুযায়ী খেয়ে অবশিষ্টগুলো ফিরিয়ে দিবে, তাতে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য বরকত দান করবে এবং আমি তোমার জন্য জান্নাতের জামানত দিচ্ছি।” ঘুম থেকে উঠে আমি আদেশ মান্য করলাম, যা তুমিও দেখেছো।

ব্যবসায়ী বললো: “আমি তাকে এই খাবারের জন্য দোয়া করতে শুনেছি, তুমি এই খাবারে কত টাকা খরচ করেছো?” সে উত্তর দিলো: “মিচকাল পরিমাণ স্বর্ণ।” সেই ব্যবসায়ী তাকে তত পরিমাণ দিয়ে বললো: “এমন কি হতে পারে যে, আমার থেকে দশ মিচকাল স্বর্ণ নাও এবং সেই নেকীর থেকে আমাকে এক কীরাতের অংশীদার বানিয়ে নাও?” সেই ব্যক্তি বললো: “এটা অসম্ভব।” সেই ব্যবসায়ী তাতে বৃদ্ধি করে বললো: “আচ্ছা আমি তোমাকে বিশ মিচকাল স্বর্ণ দিচ্ছি।” সেই ব্যক্তি আবারো তা অস্বীকার করলো, এমনকি ব্যবসায়ী স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ অতপর একশ মিচকাল করে দিলো কিন্তু সেই ব্যক্তি

প্রতিবারই অস্বীকার করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো: “আল্লাহ পাকের শপথ! যেই জিনিসের জামানত রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দিয়েছে, যদি তুমি এর বিনিময়ে পুরো দুনিয়ার সকল সম্পদও দিয়ে দাও তবুও আমি তা বিক্রি করবো না, তোমার ভাগ্যে যদি এই বিষয়টি থাকতো, তবে তুমি আমার পূর্বেই করতে পারতে, কিন্তু আল্লাহ পাক যার উপর ইচ্ছা তাঁর রহমত প্রদান করেন।” ব্যবসায়ী খুবই লজ্জিত ও চিন্তিত হয়ে মসজিদ থেকে চলে গেলো যেনো সে তার মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে ফেললো। (রওযুর রিয়াহীন, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অতি ধারণা করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا

كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে

ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান

থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন

কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়।

হযরত আল্লামা আব্দুল্লাহ আবু ওমর বিন মুহাম্মদ সিরায়ী বায়যাবী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (ওফাত ৭৯১ হিঃ) তাফসীরে বায়যাবীতে লিখেন: “যাতে মুসলমান প্রতিটি ধারণার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং চিন্তা ভাবনা করে যে, এই ধারণা কোন প্রকারের।” (তাফসীরে বায়যাবী, ২৬ পারা, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২১৮)

এই আয়াত করীমার আলোকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (ওফাত ৬০৬ হিঃ) তাফসীরে কবীরে লিখেন: “কেননা কোন ব্যক্তির কাজ দেখতে তো খারাপ মনে হয় কিন্তু আসলে এমন হয় না, কেননা হয়তো কর্ম সম্পাদনকারী তা ভুলে করছে বা প্রত্যক্ষদর্শীরাই ভুলের মধ্যে রয়েছে।”

(তাফসীরে কবীর, ২৬ তম পারা, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/১১০)

ধারণা কাকে বলে?

প্রত্যেক ঐ খেয়াল, যা কোন প্রকাশ্য নিদর্শন দ্বারা অর্জিত হয়, তাকে ধারণা বলে, একে অনুমানও বলে। যেমন; দূর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে আগুন থাকার খেয়াল আসা। (মুফরিদাত ইমাম রাগিব, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

ধারণার প্রকারভেদ

মূলত ধারণা (অনুমান) দুই প্রকার:

(১)... সু-ধারণা (অর্থাৎ ভাল অনুমান)। (২)... কু-ধারণা (অর্থাৎ মন্দ অনুমান)।

অতঃপর এর প্রতিটি দুই প্রকার করে:

যেমনটি সু-ধারণা কখনো তো ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন আল্লাহ পাকের প্রতি ভাল ধারণা রাখা এবং কখনো বা মুস্তাহাব, যেমন; নেককার মুমিনদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা। (খাযায়িনুল ইরফান, ২৬তম পারা, হুজরাত, ১২নং আয়াতের পাদটিকা)

অনুরূপভাবে কু-ধারণাও দুই প্রকার:

(১).... জায়িয়। (২).... নিষিদ্ধ।

(১) কু-ধারণা জায়িয় হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা

প্রথম অবস্থা:

ফাসিকে মু'লিন (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারী) এর প্রতি এরূপ ধারণা করা, যেমন কর্ম তার দ্বারা প্রকাশ পায়।

(খাযায়িনুল ইরফান, ২৬তম পারা, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা)

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৬৭১ হিঃ) লিখেন: “যদি কোন ব্যক্তি নেককার হয় তবে তার সম্পর্কে কু-ধারণা জায়িয় নেই এবং যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ করে থাকে এবং ফাসিক হিসাবে প্রসিদ্ধ তবে তার সম্পর্কে কু-ধারণা করা জায়িয়।”

(জামেউল আহকামিল কোরআন, ২৬তম পারা, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/২৩৮)

আল্লামা সৈয়্যদ মাহমুদ আ'লুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১২৭০ হিঃ) বলেন:

“কু-ধারণা তখনই হারাম হবে যখন যার সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে সেই ব্যক্তি এমন হওয়া, যার দোষ-ত্রুটি গোপন, নেককার হওয়া এবং আমানত ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শিত হয় (অর্থাৎ সে নেককার হিসাবে প্রসিদ্ধ হওয়া) এবং যদি কোন সন্দেহে লিপ্তকারী মন্দ কাজে প্রকাশ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, যেমন; মদের দোকানে আসা যাওয়া বা গায়িকা অসৎ মহিলার সহচর্য অবলম্বন করা অথবা দাঁড়ি বিহীন কোন আমরদের প্রতি বারবার দেখতে থাকা, তবে এই অবস্থায় কু-ধারণা করা হারাম নয়, যদিও ধারণাকারী তাকে মদপান করতে বা অপকর্ম করতে অথবা অহেতুক কাজ (অর্থাৎ কুকর্ম) করতে না দেখুক।”

(রুহুল মাআনী, ২৬তম পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ২৬/৪২৮)

আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৩৭ হিঃ) বলেন: “ধারণার

প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রগামী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যার সম্পর্কে অন্তরে ধারণা আসলো তার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা হবে না। অতএব যদি যার সম্পর্কে অন্তরে ধারণা আসে সে নেককার হয়, তবে তার প্রতি সামান্য সন্দেহের কারণে কু-ধারণা না করা বরং সতর্কতা অবলম্বন করা এবং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কারো প্রতি কু-ধারণা করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার প্রতি সু-ধারণা রাখা সম্ভব। রইলো ফাসিকের ব্যাপার, তবে তার প্রতি এমন কু-ধারণা পোষণ করা জায়িয, যা তার কর্ম দ্বারা প্রকাশ পায়।”

(রুহুল বয়ান, ২৬তম পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৮৫)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৭৬ হিঃ) লিখেন: “নিশ্চয় মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা করা হারাম, কিন্তু যখন কোন কারণে তার এরূপ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তখন হারাম নয়। যেমন; কারো মদের দোকানে আসা যাওয়া করতে দেখে তাকে মদ্যপায়ী মনে করলো তবে তার (অর্থাৎ কু-ধারণাকারীর) কোন দোষ নেই, সে (অর্থাৎ মদের দোকানে আসা যাওয়াকারী) এরূপ অপবাদ লাগার স্থান থেকে কোন বিরত ছিলো না।” (ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া, ১/১২৩) আমিরুল মুমিনিন হযরত

সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “যে নিজেকে অপবাদের জন্য উপস্থাপন করে দেয়, তবে সে যেনো তার সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণকারীদের ধিক্কার না দেয়।” (দুরেরে মনসুর, ৭/৫৬৬, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা)

কু-ধারণা জায়িয় হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য

মনে রাখবেন, পাপী ও প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারীর প্রতি কু-ধারণা জায়িয় হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা তার সম্পর্কে খারাপ কথা বা দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা শুরু করে দিবো বরং এই অবস্থায় আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র মনে মনে তাকে মন্দ জানবে। (আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/১১) আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “প্রত্যেক মুসলমানের সম্মান, সম্পদ এবং প্রাণ অপরের (মুসলমানের) উপর হারাম।”

(জামেউত তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭২, হাদীস নং- ১৯৩৪)

দ্বিতীয় অবস্থা:

যখন ক্ষতিতে পতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা হয়। যেমন; কোন ইসলামী ভাই কারো সাথে ব্যবসায়িক অংশীদার বা ক্রয়-বিক্রয় করে অথবা তার কাছ থেকে ভাড়ায় কোন জিনিস নিলো কিংবা এরূপ কোন আর্থিক ব্যাপার নির্ধারণ করলো এবং অপর জনের কোন সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের কারণে মনের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কু-ধারণা সৃষ্টি যায় আর সে এই কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন সতর্কতা মূলক মাধ্যম অবলম্বন করলেন যাতে অপর জনের কোন ক্ষতি না হয়, তবে তা জায়িয়, কেননা যদি আসলে অপরজনের নিয়ত বিশুদ্ধ না হয় এবং এই ব্যক্তি সু-ধারণাই প্রতিষ্ঠা করতেই থাকে তবে ক্ষতিতে পতিত হওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

যেমনটি আল্লামা সৈয়্যদ মাহমুদ আ'লুসী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১২৭০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মাআনীতে লিখেন: “ধারণাকারীর জন্য মন্দ ধারণা উপর আমল করাতে কোন সমস্যা নাই (আর যদি যার ব্যাপারে ধারণা করা হচ্ছে

তার কোন ক্ষতি না হয়) যেমন; সে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে ধারণা করলো যে, সে তার ক্ষতি করতে চায়, তবে সে তা থেকে বাঁচার জন্য এমন পদক্ষেপ নিতে পারবে, যার কারণে সেই (অপরজনের) ব্যক্তির ক্ষতি না হয়।” তাবারানী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: “মানুষের প্রতি কু-ধারণার মাধ্যমে নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করো।” (আল মু'জামুল আওসাত, ১/১৮১, হাদীস নং- ৫৯৮) তিনি আরো লিখেন: “মন্দ ধারণা থেকে কিছু এমন, যার অনুসরণ করা মুবাহ (জায়িয়), যেমন; আর্থিক ব্যাপারে কু-ধারণা হওয়া।” (রুহুল মাআনী, ২৬তম পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ২৬/৪২৮-৪২৯)

আল্লামা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিখেন: “কিছু ধারণা মুবাহ (জায়িয়) যেমন; অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অর্থাৎ দুনিয়াবী ব্যাপারে এবং পেশাগত কর্মকান্ডে কু-ধারণা করা বরং এই বিষয়ে কু-ধারণা করা নিরাপত্তার মাধ্যম।”

(রুহুল বয়ান, ২৬তম পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৮৪)

(২) কু-ধারণা নিষিদ্ধ

যেমন আল্লাহ পাকের প্রতি মন্দ ধারণা রাখা এবং নেককার মুমিনের প্রতি মন্দ ধারণা রাখা (নিষেধ)।

(খায়য়িনুল ইরফান, ২৬তম পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা। ফতহুল বারী, ১৫/২১৯)

আল্লাহ পাকের প্রতি কু-ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ পাক আমাকে রিযিক দিবে না বা আমার নিরাপত্তা বিধান করবেন না অথবা আমাকে সাহায্য করবেন না ইত্যাদি। (আল হাদীকাহুন নাদীয়া, ২/৭)

কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত তিনটি বাণী

(১).... নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয় কু-ধারণা নিকৃষ্ট মিথ্যা।”

(সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪৪৬, হাদীস নং-৫১৪৩)

(২).... প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং তার প্রতি কু-ধারণা (অপর মুসলমানের জন্য) হারাম।”

(গুয়ারুল ঈমান, ৫/২৯৭, হাদীস নং-৬৭০৬)

(৩).... হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا থেকে মরফু সুত্রে (সরাসরি) বর্ণিত: “যে আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মন্দ ধারণা রাখলো, নিশ্চয় সে আপন প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি মন্দ ধারণা রাখলো।” (দুররে মনসুর, ২৬তম পারা, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৫৬৬)

কু-ধারণার উপর শরীয়াতের বিধান কখন আরোপ হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন ব্যক্তির অন্তরে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা আসার সাথেসাথেই তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা যাবে না, কেননা শুধুমাত্র অন্তরে মন্দ ধারণা আসার উপর ভিত্তি করে শাস্তির অধিকারী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো কোন মানুষের উপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা তুলে দেয়া এবং এই বিষয়টি শরীয়াতের চাহিদার পরিপন্থি, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পন করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ।

কু-ধারণা হারাম হওয়ার দু'টি অবস্থা

- (১)... যখন মানুষ সেই কু-ধারণাকে অন্তরে গেঁথে নেয় (তা বিশ্বাস করে নেয়)।
- (২)... তা মুখে নিয়ে আসা বা এর উপর আমল করে নেয়।

(১) কু-ধারণাকে অন্তরে গেঁথে নেয়া

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ আইনী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: ঐ ধারণাই হারাম, যার উপর

ধারণাকারী জোরাজুরি করে এবং তা নিজের অন্তরে গঁথে নেয়, আর ঐ ধারণা নয় যে, যা অন্তরে আসলো কিন্তু স্থায়ী হলনা।

(ওমদাতুল ক্বারী, ১৪/৯৬, ৯৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “(মুসলমানের প্রতি) কু-ধারণাও এমনভাবে হারাম, যেভাবে মুখে খারাপ কথা বলা হারাম। কিন্তু কু-ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্তরে কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে নেয়া, আর রইলো অন্তরে সৃষ্টি হওয়া উদ্বেগ ও কুমন্ত্রণা, তবে তা ক্ষমাযোগ্য বরং সন্দেহও ক্ষমাযোগ্য।” আরো লিখেন: “কু-ধারণা দৃঢ় হওয়ার পরিচয় হলো, যার প্রতি কু-ধারণা করা হচ্ছে তার প্রতি তোমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, তোমার তার প্রতি ঘৃণা অনুভব হতে থাকবে, তুমি তাকে বোঝা মনে করবে, তার ইজ্জত ও সম্মান এবং তার জন্য চিন্তিত হওয়ার ব্যাপারে অলসতা হতে থাকবে। নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন তুমি কোন কু-ধারণা করবে তখন তাতে দৃঢ় থেকো না। (আল মু'জামুল ক্ববীর, ৩/২২৮, হাদীস নং- ৩২২৭) অর্থাৎ তা নিজের মনে স্থান দিও না, কোন আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ করো না এবং অপের মাধ্যমে এই কু-ধারণাকে দৃঢ় করো না।”

(ইহইয়াউল উলুমুদীন, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৮৬)

যেমন শয়তান কোন ইসলামী ভাইয়ের অন্তরে কোন নেককার ব্যক্তির ব্যাপারে রিয়াকারীর ধারণা প্রবেশ করালো তখন সেই ইসলামী ভাই সেই ধারণাকে সাথেসাথেই দূর করে দিলো এবং সেই মুসলমানের ব্যাপারে মুখলিস হওয়ার সু-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে নিলো তবে এখন তার কোন জবাবদিহীতা নেই এবং সে গুনাহগারও হবে না। এর বিপরীত যদি অন্তরে কু-ধারণা আসার পর তা দূর করলো না এবং সেই কু-ধারণা তার অন্তরে স্থায়ী হয়ে রইলো, এমনকি বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, অমুক ব্যক্তি রিয়াকরী প্রদর্শনকারীই, তবে এখন কু-ধারণা পোষণকারী গুনাহগার হবে, চাই সে সম্পর্কে মুখে কিছুই না বলুক।

(২) কু-ধারণাকে মুখে নিয়ে আসা বা এর উপর আমল করে নেয়া

আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৪৩ হিঃ) লিখেন: সন্দেহ বা সংশয়ের ভিত্তিতে মুমিনদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা এই অবস্থায় হারাম, যখন এর প্রভাব অঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ এর উপর আমল করে নেয়া হয়, যেমন; এই কু-ধারণাকে মুখে বলে দেয়া। (হাদীকাহুন নাদীয়া, ২/১৩)

আর আল্লামা সাযি়দ মাহমুদ আ'লুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১২৭০ হিঃ) লিখেন: যখন কু-ধারণা অনিচ্ছাতেই হয় তখন যেই বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেই বিষয়েই আমল করা অর্থাৎ যার সম্পর্কে অন্তরে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তাকে নিকৃষ্ট মনে করা বা তার দোষ বর্ণনা করা অথবা এই কু-ধারণা বর্ণনা করে দেয়া। (কুছল মাআনী, ২৬তম পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ২৬/৪২৯)

যেমন; আপনার দাওয়াতে না আসা ইসলামী ভাই আপনার সাথে সাক্ষাত হলে নিজের কোন অপারগতা উপস্থাপন করলো কিন্তু আপনার মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলো যে, সে মিথ্যা বলছে এবং আপনি এই ধারণাকে বিশ্বাস করে সাথেসাথে বলে দিলেন যে, তুমি মিথ্যা বলছো, তখন এরূপ কু-ধারণা হারাম।

কু-ধারণার ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কু-ধারণায় লিগুঁরা ধ্বংসের গভীর সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়, কেননা এই একটি গুনাহের কারণে অন্যান্য আরো অনেক গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়, যেমন;

১.. যদি সামনে বিদ্যমান ব্যক্তির সামনে এটা প্রকাশ করে তবে তার মনেকষ্ট পাওয়ার প্রবল সম্ভবনা থাকে এবং শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া হারাম। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে (মূলত) আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, ব্যস সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিলো।”

(আল মু'জামুল আওসাত, ২/৩৮৬, হাদীস নং-৩৬০৭)

২.. যদি তার অনুপস্থিতিতে অন্য কারো সামনে প্রকাশ করে তবে তা গীবত হয়ে যাবে আর মুসলমানের গীবত করা হারাম। কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا

أَيُّجِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ কথা পছন্দ করবে যে, যে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তৃত; এটা তোমাদের নিকট পছন্দীয় হবে না।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা রাখা শয়তানের প্রতারণার কারণেই হয়ে থাকে, নিশ্চয় বিদ্বৈষপূর্ণ ধারণা গুনাহ হয়ে থাকে এবং যখন কোন ব্যক্তি কারো ব্যাপারে কু-ধারণাকে অন্তরে গেঁথে নেয় তখন শয়তান তাকে উদ্দীপনা দেয় যে, তা মুখে প্রকাশ করার, অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তি গীবতে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসের মাধ্যম বানিয়ে নেয় অথবা সে তার অধিকার আদায় করতে অলসতা করে বা তাকে নিকৃষ্ট এবং নিজেকে তার চেয়ে উত্তম মনে করে আর এই সকল বিষয় ধ্বংসকারী। (হাদীকাছন নাদীয়া, ২/৮)

৩.. কু-ধারণার ফলে কৌতুহল সৃষ্টি হয়, কেননা মন শুধু ধারণাতেই ধৈর্য ধরে থাকে না বরং অনুসন্ধান করা শুরু করে, যার কারণে মানুষ কৌতুহলে পড়ে যায় এবং এটাও নিষেধ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَجَسَّسُوا

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দোষ তালাশ করো না।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাজ্জিমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ) এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে লিখেন: “অর্থাৎ মুসলমানের দোষ তালাশ করো না এবং

তাদের গোপনীয় অবস্থার অনুসন্ধান থেকে না, যেমন আল্লাহ পাক আপন ‘সান্তারী’ (দোষ গোপনকারী) গুণ দ্বারা গোপন করেছেন।”

৪.. কু-ধারণা থেকে বিদ্রোহ এবং হিংসার ন্যায় বাতেনী রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(ফতহুল বারী, ১/৪১০, ৬০৬৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

কু-ধারণার ভয়ঙ্কর আপদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতা-মাতা ও সন্তান, ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী, বউ-শাশুড়ী, জামাই-শশুড়, ননদ-ভাবী বরং সকল পরিবারবর্গ ও খানদান তাছাড়া শিক্ষক-ছাত্র, মালিক-চাকর, ক্রেতা-বিক্রেতা, অফিসার-মজদুর, রাজা-প্রজা মোটকথা এমন মনে হয় যে, সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবী স্তরের সাথে সম্পৃক্ত মুসলমানদের অধিকাংশই বর্তমানে কু-ধারণার ভয়ঙ্কর আপদে জড়িয়ে আছে। কাউকে মোবাইলে ফোন করেছেন এবং সে রিসিভ না করলে তবে কু-ধারণা... স্বামীর মনযোগ স্ত্রীর প্রতি কমে গেছে তবে সাথেসাথেই শাশুড়ির প্রতি কু-ধারণা... সন্তানের মনযোগ মায়ের প্রতি কমে গেছে, সাথেসাথেই বউয়ের প্রতি কু-ধারণা... কোন কারণে ফ্যাক্টরী থেকে ভাল চাকরী চলে গেলো, তখন অফিসের কোন ব্যক্তির প্রতি কু-ধারণা... ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেলো তবে নিকটস্থ ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দীর প্রতি কু-ধারণা... সাংগঠনিকভাবে কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হয়ে গেলো তবে যিম্মাদারদের প্রতি কু-ধারণা... নাত মাহফিলে কোন ব্যক্তি দুলতে দেখলো তবে কু-ধারণা... কোন বুয়ুর্গ বা পীর তাঁর মুরীদ বা ভক্তদের উৎসাহের জন্য নিজের কোন ঘটনা বললে তবে সাথেসাথেই কু-ধারণা... যে ঋণ নিয়েছে এবং সে যোগাযোগ করছে না বা যার কাছ থেকে মাল নিয়েছে সেই মাল পাওয়া যাচ্ছে না তবে সাথেসাথেই কু-ধারণা... কোন সময় দিয়েছে এবং আসতে দেরী হয়ে গেছে তবে কু-ধারণা... অমুকের নিকট কিছুদিনের মধ্যেই গাড়ি, ভাল জায়গা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আসলো তবে সাথেসাথেই কু-ধারণা... তার প্রসিদ্ধি লাভ হলো তবে কু-ধারণা।

আপনারা ভাবতে থাকুন, রাত-দিনে জানিনা কতবার আমরা কু-ধারণার শিকার হয়ে যাই। অতঃপর শুরুতে সৃষ্টি হওয়া কু-ধারণা সেই ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি সমূহকে খোঁচানো, হিংসায় লিপ্ত হওয়া, গীবত ও অপবাদের প্রতি প্রবঞ্চনা দেয়া এবং আখিরাত নষ্ট করে দেয়। এই কু-ধারণার কারণেই ভাই ভাইয়ের মাঝে শত্রুতা হয়ে যায়, বউ-শাশুড়ির মাঝে ঝগড়া লেগে যায়, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব, ভাই-বোনের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় আর এভাবে হাসিখুশি ঘর উজাড় হয়ে যায় এবং যদি এই কু-ধারণা কোন ধর্মীয় সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত লোকের মাঝে এসে যায় তবে নিগরান ও অধীনস্তদের মাঝে বিশ্বস্ততার পরিবেশ শেষ হয়ে যায়, যার কারণে বর্ণনাভীত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় আর যদি এই কু-ধারণা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام বিশেষকরে পীর ও মুর্শিদের প্রতি হয় তবে এরূপ ব্যক্তি ফয়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ইমামে আহলে সূন্নাহ, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরীদের উপর পীরের হক বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা এভাবে লিখেন: “(আপন পীর সম্পর্কে) মনে কু-ধারণাকে স্থান না দেয়া বরং নিশ্চিত মনে করুন যে, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৬৯)

আল্লাহর অলীদের প্রতি কু-ধারণাকারীদের তাওবার ৫টি ঘটনা (১) সওদাগরের তাওবা

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আসাদ ইয়াফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৭৬৮ হিঃ) লিখেন: একজন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ণনা করেন: বাগদাদে একজন সওদাগর ছিলো, যে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام শানে অশালিন কথাবার্তা বলতো। কিছুদিন পর আমি সেই ব্যক্তিকে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام সহচর্যে দেখলাম এবং কেউ আমাকে বললো যে, সে তার সমস্ত সম্পদ এই ব্যক্তিত্বের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আমি সওদাগর থেকে এরূপ পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে সে আমাকে বললো: “আমি ভুলের মাঝে

ছিলাম এবং এর অনুভূতি আমার এভাবে হলো যে, একবার জুমার নামাযের পর আমি হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কে দেখলাম যে, খুব তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম যে, দেখো তো, এই ব্যক্তিকে সবাই সূফী মনে করে আর তিনিই কিনা কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করতেই প্রস্তুত নয়। আমি সবকিছু ছেড়ে মনে মনে বললাম: দেখি তো তিনি যাই কোথায়? আর তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তিনি বাজারে গিয়ে রুটির দোকান থেকে নরম নরম রুটি কিনলেন, মনে মনে ভাবলাম, সূফী সাহেব দেখুন নরম নরম রুটি নিচ্ছে, এরপর তিনি কাবাবের দোকান থেকে এক দিরহামের কাবাব কিনলেন। এটা দেখে আমার রাগ আরো বেড়ে গেলো। সেখান থেকে তিনি মিষ্টির দোকানে গেলেন এবং এক দিরহামের ফালুদা নিলেন। আমি মনে মনে দৃঢ় হয়ে গেলাম যে, তাঁকে এসব কিনতে দিই, যখন তা তিনি খেতে বসবেন তখন আমি তাঁকে এর মজা বুঝাবো। সবকিছু কিনার পর তিনি জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলেন। আমি ভাবলাম, এসব খাওয়ার জন্য সবুজ শ্যামল ও পানির খোঁজ করছেন, অতএব আমি তার পিছনে লেগেই রইলাম, এমনকি আসরের সময়ে তিনি একটি গ্রামের মসজিদে পৌঁছলেন, যেখানে একজন অসুস্থ লোক ছিলো। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে খাবার খাওয়াতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে চলে গেলাম এবং গ্রামটি ঘুরে দেখতে বের হয়ে গেলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ সেখানে ছিলেন না। আমি সেই অসুস্থ ব্যক্তি থেকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বললো: তিনি বাগদাদ চলে গেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “বাগদাদ এখান থেকে কতদূর?” সে বললো: “প্রায় ১২০ মাইল।” আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” আমার তখন নিজের কৃতকর্মের জন্য খবুই অনুশোচনা হলো। আমার নিকট এত টাকা ছিলো না যে, বাহনে করে যাবো এবং শরীরেও এত শক্তি নেই যে, পায়ে হেঁটে যাবো। সেই অসুস্থ ব্যক্তিটি

পরামর্শ দিলো যে, হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আবার আসা পর্যন্ত এখানেই থাকো। অতএব আমি পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলাম।

পরবর্তী জুমা মোবারকে হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ খাবার নিয়ে আবারো সেই রোগীটির নিকট আসলেন। যখন তিনি তাকে খাবার খাওয়ানো শেষ করলেন, তখন সে বললো: “হে আবু নসর! এই ব্যক্তিটি গত জুমায় আপনার পিছনে পিছনে এখানে এসেছিলো এবং পুরো সপ্তাহই এখানে পড়ে আছে, একে আবারো পৌঁছিয়ে দিন।” হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ রাগান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: “আমার সাথে কেনো এসেছিলে?” আমি বললাম: “আমার ভুল হয়ে গেছে।” বললেন: “আমার পিছনে পিছনে চলো।” আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম এমনকি মাগরীবের সময়ে আমরা শহরের নিকট পৌঁছে গেলাম। তিনি আমার মহল্লা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমি বলার পর বলতে লাগলেন: “যাও! আর এমন আর করবে না।” আমি তখন থেকেই আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام সম্পর্কে কু-ধারণা করা থেকে তাওবা করে নিলাম এবং তাঁর সহচর্য অবলম্বন করে নিলাম আর এখন এতেই অটল থাকবো إِنْ شَاءَ اللَّهُ। (রওযুর রিয়াহীন, ২১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা এবং তাঁদের সম্পর্কে কু-ধারণা করে অনুসন্ধানকারীদের কিরূপ লজ্জিত হতে হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আপন আউলিয়াদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটুট রাখার তৌফিক দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) কু-ধারণা পোষণকারীনি দাসী

আল্লামা আব্দুল করীম বিন হোয়াযিন কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৪৬৫ হিঃ) লিপিবদ্ধ করেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খাদেমা যাইতুনার বর্ণনা হলো: একবার প্রচন্ড শীত পড়ছিলো, আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করলাম: “আপনার জন্য কিছু আনবো?” তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুধ ও রুটি আনার আদেশ দিলেন। আমি চাহিদা মোতাবেক বস্ত্র নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম যে, তাঁর সামনে কিছু কয়লা পড়ে আছে, যা তিনি হাত দ্বারা উলট পালট করছেন। তিনি রুটি নিলেন এবং খেতে শুরু করে দিলেন। তখন দৃশ্য এমন ছিলো যে, তিনি রুটি খাচ্ছেন এবং দুধ তাঁর হাত দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে যাতে কয়লার কালি লেগে ছিলো। তা দেখে আমি মনে মনে বললাম: “হে আল্লাহ! তোমার এই অলীরা কিরূপ অপরিষ্কার যে, তাঁদের মধ্যে কি পরিষ্কার পরিছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখে এমন কেউ নেই।”

এরপর আমি কোন কাজে ঘর থেকে বাইরে গেলাম, তখন হঠাৎ এক মহিলা এসে আমাকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরলো এবং আমার উপর তার কাপড়ের পুটলী চুরি করার অপবাদ লাগাতে লাগলো। আমার অনুরোধের পরও লোকেরা আমাকে ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গেলো। হযরত জানতে পারলে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং আমার পক্ষে সুপারিশ করলেন। কিন্তু বিচারক খুবই আদব সহকারে আরয় করলো: “হযরত আমি একে কিভাবে ছাড়তে পারি, যখন এই মহিলা তার উপর চুরির অভিযোগ করছে।” তখন একজন মহিলা আসলো যার নিকট সেই পুটলীটি ছিলো এবং আমার প্রাণ বেঁচে গেলো। হযরত আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলেন এবং বললেন: “এখন কি আবারো বলবে: আল্লাহর অলীরা কিরূপ অপরিষ্কার হয়।” একথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নিলাম। (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু হাদীসুল গার, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩) অলীর ক্ষমতা

ইমামে আহলে সুন্নাহ, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৪০ হিঃ) এর বর্ণনা হলো: হযরত খাজা নকশবন্দ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বুখারায় হযরত আমির কালাল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধির কথা শুনে তার খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন: বাড়ির ভিতর বিশেষ লোকদের ভীড় এবং রঙ্গশালায় কুস্তি হচ্ছিলো। হযরতও উপস্থিত আছেন এবং কুস্তিতে অংশীদার, হযরত খাজা নকশবন্দ অনেক জ্ঞানী এবং শরীয়াতের পরিপূর্ণ অনুসারী (ছিলেন), তার কিছুই পছন্দ হলো না অথচ এতে শরয়ীভাবে (বর্তমানের কুস্তির ন্যায়) কোন নাজায়িম বিষয় ছিলোনা, এই মনোভাব আসতেই তার তন্দ্রভাব এসে গেলো, দেখলো যে, হাশরের ময়দান, তার এবং জান্নাতের মাঝে চোরাবালির একটি নদী প্রতিবন্ধক হিসাবে রয়েছে। সে অতিক্রম করে ঐ পাড়ে যেতে চাচ্ছিলো। অতএব তাতে নামলো এবং যত জোর লাগাতো তত ধ্বসে যেতো, এমনকি বগল পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। এখন খুবই চিন্তিত হয়ে গেলো যে, এখন কি করবে, তখনই দেখলো যে, হযরত আমির কালাল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং এক হাতে টেনে তুলে নদীর ঐ পাড়ে পৌঁছিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর চোখ খুলে গেলো এবং তিনি কিছু বলার পূর্বেই হযরত আমির কালাল رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বললেন: যদি আমি কুস্তি না করি তবে এই শক্তি কোথেকে আসবে (অর্থাৎ আমার লড়াই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং জিহাদের প্রস্তুতির জন্যই)। একথা শুনে তিনি সাথেসাথেই তাঁর কদমে পড়লেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিলেন। (মলফুযাতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ৪/৩৬৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪) সুন্দর আপেল

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৪০ হিঃ) এর বর্ণনা হলো: এক বুয়ুর্গ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর খেদমতে তৎকালীন বাদশাহ কদমবুচি করার জন্য উপস্থিত হলো। হযরতের নিকট কিছু আপেল উপহার স্বরূপ এসেছিলো। হুয়ুর একটি আপেল বাদশাহকে দিলেন এবং বললেন খাও। সে আরয করলো হুয়ুরও খান। অতএব তিনিও খেলেন এবং বাদশাহও খেলো। তখন বাদশাহের মনে খেয়াল আসলো যে, এই সবচেয়ে বড় সুন্দর আপেলটি যদি নিজে উঠিয়ে আমাকে দেয় তবে আমি জেনে যাবো যে, তিনি আল্লাহর অলী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আপেলটি উঠিয়ে নিয়ে বললেন: “আমি মিশর গিয়েছিলাম, সেখানে এক জায়গায় অনেক বড় একটি জলসা ছিলো, দেখলাম যে, একজন লোক আর তার পাশে একটি গাধা এবং এর চোখে কাপড় বাঁধা। এক ব্যক্তির একটি জিনিস অন্যের পাশে রেখে দেয়া হতো। সেই গাধাকে জিজ্ঞাসা করা হতো, গাধা পুরো মজলিশ ঘুরতো, যার পাশে রয়েছে, গিয়ে মাথা লাগিয়ে দিতো।” এই ঘটনাটি আমি এই জন্যই বলেছি যে, যদি এই আপেলটি না দিই তবে আমি অলীই নই আর যদি দিই তবে সেই গাধার চেয়ে বেশী আর কি দেখালাম। এই কথা বলেই আপেলটি বাদশাহর দিকে নিক্ষেপ করলেন।

(মলফুযাতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪/৩৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام দরবারে মুখের পাশাপাশি অন্তরকেও নিয়ন্ত্রন করে যাওয়া উচিত।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫) শাহী দরবারে সুপারিশ

শেখ ফরিদুদ্দীন আভার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৬০৬ হিঃ) লিখেন: দুইজন দরবেশ দীর্ঘ সফর করার পর হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য পৌঁছলে জানতে পারলেন তিনি শাহী দরবারে অবস্থান করছেন। একথা শুনে ঐ দু'জন ভাবলো যে, এ কোন ধরনের বুয়ুর্গ, যিনি শাহী দরবারে হাজিরী দেয়। যাই হোক, তারা উভয়ে বাজারের দিকে বের হয়ে গেলেন এবং নিজের পকেট সেলাই করার জন্য একজন দর্জির দোকানে গেলেন। তখন দর্জির কাঁচি হারিয়ে গেলো এবং সে এই দু'জনকে চুরির দায়ে ধ্রেফতার করিয়ে দিলেন। যখন পুলিশ উভয়কে নিয়ে শাহী দরবারে পৌঁছলো তখন হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাদশাহর নিকট তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করে বললেন: “এই দু'জন চোর নয়, তাই তাদের ছেড়ে দেয়া হোক।” অতএব তাঁর সুপারিশে উভয়কে মুক্তি দিয়ে দেয়া হলো। এরপর তিনি তাদের দু'জনকে বললেন: “আমি এই কারণেই শাহী দরবারে উপস্থিত থাকি।” একথা শুনে তারা উভয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং তাঁর ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, যিকরে আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কু-ধারণার ১২টি প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কু-ধারণার ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের উচিত যে, এই বাতেনী রোগের প্রতিকারের জন্য আমলীভাবে চেষ্টা শুরু করে দেয়া।

প্রথম প্রতিকার

আমাদের উচিত, আপন মুসলমান ভাইয়ের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা। যে আপন মুসলমান ভাইয়ের ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করে, তার প্রশান্ত অন্তর

নসীব হয় এবং যে কু-ধারণার মন্দ অভ্যাসে লিপ্ত হলো তার অন্তরে আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রতিকার

নিজের সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, কেননা যে নিজে নেককার হয় সে অন্যের ব্যাপারেও ভাল ধারণা পোষণ করে। যে নিজে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে, তার অপরকেও নিজের মতোই মনে হয়। আরবী প্রবাদে আছে: إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ অর্থাৎ যখন কারো কাজ মন্দ হয়ে যায় তখন তার ধারণাও মন্দ হয়ে যায়। (ফয়যুল কদীর, ৩/১৫৭)

তৃতীয় প্রতিকার

মন্দ সহচর্য থেকে বিরত থেকে নেককারদের সহচর্য অবলম্বন করুন, যেমনিভাবে অন্যান্য বরকত অর্জিত হবে, তেমনিভাবে কু-ধারণা থেকে বিরত থাকতেও সাহায্য অর্জিত হবে। (তাফসীরে) রুহুল মাআনীতে বর্ণিত রয়েছে: “صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ” অর্থাৎ খারাপের সহচর্য ভালদের প্রতি কু-ধারণা সৃষ্টি করে। (রুহুল মাআনী, ১৬ তম পারা, সূরা মরিয়ম, ৯৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১৬/৬১২)

চতুর্থ প্রতিকার

যখনই অন্তরে কোনো মুসলমানের ব্যাপারে কু-ধারণা সৃষ্টি হয়, তখন নিজের মনযোগ সেই দিকে রাখার পরিবর্তে কু-ধারণার শরয়ী বিধানের প্রতি রাখুন এবং কু-ধারণার পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজেকে আল্লাহ পাকের আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমরা জাহান্নামের একেবারে হালকা আযাবও সহ্য করতে পারবো না। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“দোষখীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব যার হবে, তাকে আগুনের জ্বুতা পরিধান করানো হবে, ফলে তার মগজ সিদ্ধ হতে থাকবে।”

(সহীহ বুখারী, বাবু সিকতুল জাল্লাতি ওয়ান নার, ৪/২৬২, হাদীস নং- ৬৫৬১)

পঞ্চম প্রতিকার

আপন মালিক ও মাওলা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়ার হাত প্রসারিত করে দিন এবং আরয করুন: “হে আমার মালিক! তোমার এই দুর্বল ও নগন্য বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার জন্য এই কু-ধারণা থেকে নিজের অন্তরকে বাঁচাতে চায়। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো এবং আমার এই চেষ্টাকে সফলতার মনিকোঠায় পৌঁছিয়ে দাও। হে আল্লাহ পাক! আমাকে তোমার ভয় সমৃদ্ধ অন্তর, অশ্রুসিক্ত চোখ এবং (তোমার ভয়ে) কম্পমান শরীর দান করো। **أُمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

ষষ্ঠ প্রতিকার

যখনই কোন মুসলমানের ব্যাপারে মনে কু-ধারণা আসে তখন তা দূর করার চেষ্টা করুন এবং তার কাজে সু-ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করুন। যেমন; কোন ইসলামী ভাই নাত বা বয়ান শুনে অশ্রু প্রবাহিত করছে আর তাকে দেখে আপনার মনে তার সম্পর্কে রিয়াকারীর কু-ধারণা সৃষ্টি হলে তখন সাথেসাথেই তার একনিষ্ঠতায় কান্না করা সম্পর্কে সু-ধারণা প্রতিষ্ঠা করে নিন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا

وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটা শুনিছিলে-মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান নারীগণ নিজেদের (লোকদের) বিষয়ে ভালো ধারণা করতো! এবং বলতো, ‘এতো সুস্পষ্ট অপবাদ!’

আল্লাহ মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৩১০ হিজ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেন: অর্থাৎ মুমিনগণ একে অপরের সম্পর্কে সু-ধারণা প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা বর্ণনাও করবে, যদিওবা এই ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায় না পৌঁছে। (জামেউল বয়ান ফি তাভিলির কোরআন, ২৬ তম পারা, হুজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/৩৯৪)

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে রয়েছে: “মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়, যেনো তারা অপর মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা করে এবং মন্দ ধারণা করা থেকে বিরত থাকে।”

সু-ধারণা সম্পর্কে ৫টি বর্ণনা

(১) ভাল ধারণা করা ইবাদত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“ভাল ধারণা হলো উত্তম ইবাদত।” (সুনায়ে আবী দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৮৭, হাদীস নং- ৪৯৯৩)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাজ্জী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৯১ হিজ) এই হাদীসের বিভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিখেন: “অর্থাৎ মুসলমানের প্রতি ভাল ধারণা রাখা, তাদের প্রতি কু-ধারণা করো না, এটাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে একটি ইবাদত।” (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২১)

(২) কু-ধারণার উপর অটল থেকো না

হযরত সায্যিদুনা হারিস বিন নুমান رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, রাসূলে আরাবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমার উম্মতের মাঝে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে: অশুভ প্রথা, হিংসা এবং কু-ধারণা।” এক সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আরয করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যে ব্যক্তির মাঝে এই তিনটি অভ্যাস থাকে, তার প্রতিকার কিভাবে করবে?” ইরশাদ করেন: “যখন তোমরা হিংসা করবে তখন আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং

যখন তোমরা কেউ কু-ধারণা করো তখন এর উপর অটল থেকো না আর যখন তোমরা অশুভ প্রথার সম্মুখীন হবে তখন সেই কাজ করে নাও।”

(আল মু'জামুল কবীর, ৩/২২৮, হাদীস নং- ৩২২৭)

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১০৩১ হিঃ) ফয়যুল কদীরে লিখেন: এই হাদীসে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই তিনটি অভ্যাস অন্তরের রোগ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতিকার করা আবশ্যিক, যেভাবে হাদীসে পাকে বর্ণনা করা হয়েছে। কু-ধারণা থেকে বাঁচার পদ্ধতি হলো, অন্তর বা অঙ্গ দ্বারা এর সত্যায়ন না করা। অন্তরের সত্যায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এই ধারণাকে মনের মাঝে গঁথে নেয়া এবং একে অপছন্দনীয় মনে না করা আর এর (অর্থাৎ অন্তরের সত্যায়ন) নিদর্শন হলো যে, কু-ধারণাকারী এই মন্দ ধারণাকে মুখে বর্ণনা করে দেয়া। (ফয়যুল কদীর, ৩/৪০১, হাদীস নং- ৩৪৬৫)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “কু-ধারণা হারাম হওয়ার কারণ হলো, অন্তরের রহস্য শুধু আল্লাহ পাকই জানেন। সুতরাং তোমাদের জন্য কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা, ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয নয়, যতক্ষণ তুমি তার মন্দ কর্ম এমনভাবে প্রকাশ্যে দেখবে না যে, এতে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকবে না। ব্যস সেই সময় তোমার নিশ্চয় এই বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, যা তুমি জানো এবং দেখেছো। আর যদি তুমি তার মন্দ কর্মকে না নিজের চোখে দেখেছো আর না কানে শুনেছো, কিন্তু তবুও তোমাদের অন্তরে তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা সৃষ্টি হয়, তবে ধরে নাও এই বিষয়টি তোমাদের মনে শয়তানেই দিয়েছে। তখন তোমার উচিৎ হলো, অন্তরে আসা এই ধারণাকে প্রত্যাখান করা, কেননা হতে পারে যে, সে মদের চুমুক নিতেই ফেলে দিলো বা কেউ তাকে জোর করে মদ পান করে দিয়েছে, যখন এতসব সম্ভাবনা বিদ্যমান তবে (শরয়ী প্রমাণ ছাড়া) শুধুমাত্র মনের ধারণার ভিত্তিতে সত্যায়ন করে দেয়া এবং সেই মুসলমানের ব্যাপারে কু-ধারণা করা জায়িয নয়।” (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবুল আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৮৬)

(৩) ভালভাবে উপস্থাপন করো

বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সাযিদ্‌না সাযিদ বিন মুসায়্যিব رضي الله عنه বলেন: “আসহাবে রাসূলের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে আমার কিছু কিছু ভাইয়েরা আমাকে লিখে পাঠালো যে, আপন মুসলমান ভাইয়ের কর্মকে ভালভাবে উপস্থাপন করো, যখন এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ প্রাধান্য না পায় এবং কোন মুসলমান ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্যকে ঐ সময় পর্যন্ত মন্দ মনে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তা ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে এবং যে স্বয়ং নিজেই নিজেকে অপবাদের জন্য উপস্থাপন করে দেয়, তার নিজেকে ছাড়া কাউকে নিন্দা করা উচিত নয়।” (শুয়াবুল ইমান, ৬/৩২৩, হাদীস নং- ৮৩৪৫)

হযরত ওমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه বলেন: “আপন ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য সম্পর্কে কু-ধারণা করো না, ততক্ষণ পর্যন্ত যে, তুমি তা ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে।” (দুররে মনসুর, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৫৬৫)

(৪) মুসলমানের অবস্থা সম্পর্কে যথাসম্ভব ভাল ধারণা করা ওয়াজিব

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رحمته الله عليه (ওফাত ১৩৪০ হিঃ) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে লিখেন: “মুসলমানের অবস্থা সম্পর্কে যথাসম্ভব ভাল ধারণা করা ওয়াজিব।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৬৯১)

সদরুল আফযিল হযরত মাওলানা সাযিদ্‌ মুহাম্মদ নাজিমুদ্দীন মুরাদাবাদী رحمته الله عليه (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ) তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফানে লিখেন: “সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা বা মন্দ অনুমান করা নিষেধ, অনুরূপভাবে তার কোনো কথা শুনে মন্দ অর্থ গ্রহণ করা, এতদসত্ত্বেও যে, এর অন্য আরো সঠিক বিশুদ্ধ অর্থ বিদ্যমান আর মুসলমানের অবস্থা এর অনুরূপ হয়, তবে তাও ঐ মন্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।”

(খাযায়িনুল ইরফান, ২৬ পারা, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা)

(৫) মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা রাখা মুস্তাহাব

আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৪৩ হিঃ) লিখেন: যখন কোন মুসলমানের অবস্থা গোপন হয় (অর্থাৎ তার নেক হওয়া সম্পর্কেও সন্দেহ হয় এবং গুনাহগার হওয়াও) তখন তার প্রতি সু-ধারণা রাখা মুস্তাহাব এবং তার প্রতি কু-ধারণা রাখা হারাম। (হাদীকাভুন নাদীয়া, ২/১৬-১৭)

ইবাদত পরায়ন ফকীর

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আসআদ ইয়াফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৭৬৮ হিঃ) লিখেন: ইমামুত তায়িফা হযরত সাযিয়্যুনা আবুল কাসিম জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার শূনিযিয়ার মসজিদে বসে কোন জানাযার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বাগদাদের আরো অনেক অধিবাসী সেখানে বিদ্যমান ছিলো। তিনি সেখানে একজন ফকীরকে দেখলেন, যার চেহারায় ইবাদত ও রিয়াযতের প্রভাব স্পষ্ট ছিলো। সে মানুষ থেকে ভিক্ষা করছিলো। হযরত সাযিয়্যুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভাবলেন যে, এর পরিবর্তে যদি সে এমন কোন কাজ করতো, যার কারণে সে মানুষ থেকে ভিক্ষা করার আপদ থেকে বেঁচে যেতো তবেই উত্তম হতো। সেই রাতের ঘটনা যে, সাযিয়্যুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি তাঁর দৈনন্দিন রাতের কার্মকাভ (অর্থাৎ নফল এবং অযীফা ইত্যাদি) করা কষ্টকর হয়ে গেলো এবং কোন কাজেই মন লাগছিলো না। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন অবশেষে তাঁর ঘুম এসে গেলো এবং তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এই ফকীরকে আনা হলো এবং একটি দস্তুরখানায় বসিয়ে দেয়া হলো আর আমাকে বলা হলো যে, এর মাংস খাও, তুমি এর গীবত করেছো, আমার নিকট এর আসল কারণ স্পষ্ট হয়ে গেলো (অর্থাৎ আমি বুঝে গেলাম যে, এই ফকীরের ব্যাপারে কু-ধারণা করার কারণে সতর্ক করা হচ্ছে)। আমি আরয করলাম: “আমি এর গীবত করিনি, তবে হ্যাঁ! তার

সম্পর্কে মনে মনে এমন কিছু ভেবেছিলাম।” উত্তর পেলাম: “তুমি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও, যার প্রতি আমি এতটুকুও সহ্য করবো, যাও, সেই বান্দা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করো।” হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “সকালে আমি তার খোঁজে বের হয়ে গেলাম, তাকে নদীর পাড়ে আমি পেয়ে গেলাম এবং সবজি ধৌতকারীরা যে পাতা সেখানে ফেলে যায়, তা খুঁজছিলো। আমি সালাম করলে সে উত্তর দেয়ার পর বললো: “হে আবুল কাসিম! এমন আর করবে?” আমি বললাম: “না।” সে বললো: “যাও, আল্লাহ পাক তোমাকে আর আমাকে ক্ষমা করুক।” (রওযর রিয়াহীন, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, কারো প্রকাশ্য সাদাসিধে পোষাক দেখে তাকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নয়, কেননা হতে পারে, সে “আলালের ঘরের দুলাল”। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “অনেক অপরিষ্কার পোশাকের অধিকারী এমন যে, যদি তারা কোন বিষয়ে আল্লাহ পাকের শপথ করে নেয় তবে আল্লাহ পাক তার শপথ পূর্ণ করে দেন।”

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুল মুজিয়াত, ৮/১৩৯, হাদীস নং- ৬৪৪৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অতি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো

ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৪০ হিঃ) বলেন: একবার ইমাম জা'ফর সাদিক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ একা একটি জোড়াতালি দেয়া পোষাক পরিধান করে মদীনা শরীফ থেকে পবিত্র কাবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং হাতে শুধু একটি টিনের পাত্র ছিলো। হযরত শকীক বলখী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যখন দেখলেন তখন মনে খেয়াল আসলো যে, এই ফকীর অন্যান্যদের উপর নিজের প্রভাব খাটাতে চায়। শয়তানি এই কুমন্ত্রণা আসতেই ইমাম জা'ফর সাদিক رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: শকীক অতি

ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, অনেক ধারণা গুনাহ হয়ে থাকে। নাম বলা এবং অন্তরের কুমন্ত্রনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় খুবই ভক্তি এসে গেলো এবং ইমামের সাথেই যেতে লাগলেন। পথে একটি টিলার উপর পৌঁছে ইমাম তা থেকে কিছু বালি নিয়ে টিনের পাত্রে ঘুটে পান করলেন এবং সায্যিদুনা শকীক বলখী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কেও পান করতে বললেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। যখন পান করলেন তখন তা এতই সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত ছাতু ছিলো যে, সারা জীবন এরূপ দেখিনি ও শুনিনি। (মলফুযাতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ২য় অংশ, ২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সপ্তম প্রতিকার

নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকার অভ্যাস গড়ুন এবং এবং অপরের ব্যাপারে ধ্যান দিবেন না, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ কু-ধারণা সৃষ্টিই হতে পারবে না। প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তোমরা কি জানোনা যে, যদি তোমরা মানুষের সন্দেহের পিছনে চলো তবে তাদের ফ্যাসাদে পতিত করে দিবে।” (আল মু'জামু কবীর, ১৯/৩৬৫, হাদীস নং-৭৫৯)

নিরাপদ রাস্তা

হাফিয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৪৩০ হিঃ) হিলইয়াতুল আউলিয়ায় লিখেন: হযরত সায্যিদুনা বকর বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যখন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখতেন তখন বলতেন: “ইনি আমার চেয়ে উত্তম এবং আমার পূর্বেই আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।” আর যখন কোন যুবককে দেখতেন তখন বলতেন: “সে আমার চেয়ে উত্তম, কেননা আমার গুনাহ তার চেয়ে অনেক বেশি।” আর বললেন: “হে ভাইয়েরা! তোমাদের উপর এমন কাজ করা আবশ্যিক, যাতে তোমরা বিশুদ্ধ হলে তবে প্রতিদান ও সাওয়াবের অধিকারী সাব্যস্ত হবে এবং যদি তোমরা ভুলের

মাঝে থাকে তবে গুনাহগার হবে না আর এরূপ সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকে যে, যদি তোমরা এতে বিশুদ্ধ হও তবে তোমরা প্রতিদান পাবে না এবং যদি তোমরা এতে ভুল করো তবে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।” তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: “তা কি?” বললেন: “মানুষের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা, কেননা যদি তোমাদের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়, তবুও তুমি এতে কোন প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে না, কিন্তু যদি ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, তবে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৫৭, হাদীস নং-২১৪৩)

সু-ধারণায় কোন ক্ষতি নেই

আমীরে আহলে সুনাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: “সু-ধারণায় কোন ক্ষতি নেই এবং কু-ধারণায় কোন উপকার নেই।”

অষ্টম প্রতিকার

যখনই কারো ব্যাপারে কু-ধারণা সৃষ্টি হয় তবে নিজেকে এভাবে বুঝান যে, আমার উপর তার বাতেনী অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ওয়াজিব নয়, যদি সে মাঝে মাঝে এই কর্মে লিপ্ত হয়, যা আমার মনে আসছে, তবে তা তার এবং তার প্রতিপালকেরই ব্যাপার এবং যদি সে এই কর্ম থেকে মুক্ত থাকে তবে আমি কু-ধারণায় লিপ্ত থেকে জাহান্নামের আযাবের অধিকারী কেনো হবো। হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে মুকাররম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় ধারণা ভুলও হতে পারে এবং সঠিকও।”

(দুররে মনছুর, ৭/৫৬৫, হজরাত, ১২ নং আয়াতের পাদটিকা)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحِمَهُ اللهُ عَالِيَةً (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “যখন তোমার মনে কারো ব্যাপারে কু-ধারণা আসে, তবে তোমার উচিত, এর প্রতি ধ্যান না দেয়া এবং এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে অটল থাকো যে, এই ব্যক্তির

অবস্থা তোমার নিকট গোপন এবং যা তুমি তার ব্যাপারে দেখেছো, তাতে ভাল এবং মন্দ উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে।” (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৮৬)

আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১১৪৩ হিঃ) লিখেন: যখন কোন মুসলমানের অবস্থা গোপন থাকে (অর্থাৎ তার নেককার হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে এবং গুনাহগার হওয়ারও) তবে এতে সু-ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব এবং তার ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। আর যখন অবস্থা খুবই জটিল হয়ে যায় (অর্থাৎ সু-ধারণাও পোষণ করা যাবে না আর কু-ধারণার শরয়ী অনুমতির কোন শর্তও পাওয়া যাচ্ছে না) তবে যার ব্যাপারে ধারণা করবে তাকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব, বিশেষকরে ঐ সময়, যখন সে প্রকাশ্যভাবে নেককার হয়। (হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/১৬-১৭)

এক বছর বঞ্চিত থাকা

হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেশকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যখন তুমি কাউকে কাঁদতে দেখবে তখন তুমিও কান্না করো এবং তাকে রিয়াকার মনে করো না, একবার কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আমি এই ধারণা করেছিলাম, তখন আমি এক বছর পর্যন্ত কান্না করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম।” (তাম্বিল মুগতারিন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

নবম প্রতিকার

নিজের মনকে পরিছন্ন রাখার চেষ্টা করুন, তার জন্য মৃত্যুর স্মরণ এবং আখিরাতের ভাবনা খুবই উপকারী। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, আযিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৪০ হিঃ) ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২০তম খন্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আরিফ বিল্লাহ আহমদ যাররুখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বানী উদ্ধৃত করেন: “খারাপ ধারণা খারাপ অন্তর থেকেই বের হয়।” (হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/৮)

দশম প্রতিকার

যখনই কোন ইসলামী ভাইয়ের ব্যাপারে মনে কু-ধারণা আসে, তখন তার জন্য কল্যাণময় দোয়া করুন এবং তার আদব ও সম্মান আরো বাড়িয়ে দিন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “যখন তোমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের ব্যাপারে কু-ধারণা আসে, তবে তোমাদের উচিত, সম্মান আরো বৃদ্ধি করে দেয়া এবং তার জন্য কল্যাণের দোয়া করা, কেননা এই বিষয়গুলো শয়তানকে রাগান্বিত করে আর একে তোমাদের কাছ থেকে দূরে তাড়িয়ে দেয়। শয়তান আর তোমাদের মনে মন্দ ধারণা দিবে না, কেননা যদি তুমি আবাবো আপন ভাইয়ের সম্মান এবং তার জন্য কল্যাণের দোয়ায় লিপ্ত হয়ে যাও।” (ইহইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৮৭)

১১তম প্রতিকার

অন্তরের নিরীক্ষণে কখনো অলসতা না করা, অন্যথায় শয়তান ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টার মাধ্যমে অবশেষে কু-ধারণায় লিপ্ত করে দিতে পারে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “শয়তান অনেক সময় সামান্য বাহানায় মানুষের মনে লোকদের মন্দ দিকগুলোকে পরিপক্ব করে দেয় এবং তাকে উদ্ভুদ্ধ করে যে, “(এই মন্দ কাজ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াটা) তোমার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রখরতার কারণে আর মুমিন তো আল্লাহ পাকের নূর দ্বারা দেখে।” অথচ বাস্তবে সেই ব্যক্তি শয়তানের প্রতারণায় আবদ্ধ হয়ে থাকে।” (ইহইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবু আ'ফাতিল লিসান, ৩/১৮৭)

১২তম প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কু-ধারণা থেকে বাঁচার জন্য উল্লেখিত কাজের পাশাপাশি “রুহানী চিকিৎসা”ও করুন:

কু-ধারণা থেকে বাঁচার ৭টি রুহানী চিকিৎসা

- (১)... যখনই কারো ব্যাপারে কু-ধারণা অনুভব হয়, তখন “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” একবার পাঠ করার পর বাম কাঁধের দিকে তিনবার থু থু নিক্ষেপ করুন।
- (২)... প্রতিদিন দশবার “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” পাঠকারীকে শয়তান থেকে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ পাক একজন ফিরিশতা নিয়োগ করে দেন। (মুসনাদে আবী ইয়লা, মুসনাদ আনাস বিন মালিক, ৩/৪০০, হাদীস নং- ৪১০০)
- (৩)... সূরা ইখলাস এগারোবার সকালে (অর্ধরাত শুরু হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরন চমকানো পর্যন্ত সকাল) পাঠকারীকে যদি শয়তান তার দলবলসহ গুনাহ করানোর চেষ্টা করে তবুও সে করাতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে না করে। (আল অযীফাতুল করীমা, ১৮ পৃষ্ঠা)
- (৪)... সূরা নাস পাঠ করে নিলেও কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।
- (৫)... যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যা ২১বার করে “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ” পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে পান করবে, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে অনেকাংশে নিরাপদ থাকবে। (মিরাতুল মানাজিহ, বাবুল ওয়াসওয়াসা, ১/৮৭)
- (৬)... “هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” বলাতে সাথেসাথেই কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।
- (৭)... سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ إِنَّ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ- কুমন্ত্রণাকে) গোঁড়া থেকে কেঁটে দেয়।

চেষ্টা অব্যাহত রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি ওযীফা সমূহ পাঠ করা এবং অন্যান্য সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও কু-ধারণার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া না যায় তবে ঘাবড়াবেন না বরং চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫০৫ হিঃ) বলেন: “যদি তুমি অনুভব করো যে, আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার পরও শয়তান তোমার পিছু ছাড়ছে না এবং প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, তবে এর অর্থ হলো যে, আল্লাহ পাকের আমাদের চেষ্টা, আমাদের ক্ষমতা এবং ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক দেখছেন যে, তুমি শয়তানের মোকাবেলা করছো নাকি পরাজিত হয়ে যাচ্ছে।” (মিনহাজুল আবেদীন, ৪৬ পৃষ্ঠা)

অপরকে কু-ধারণা থেকে বাঁচান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেকে কু-ধারণা থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি এমন পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকুন, যার কারণে অন্যরা কু-ধারণায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হযরত সায্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন তিনজন থাকবে তখন একজনকে ছেড়ে অপর দু’জন কানাঘুসা করো না।”

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইত্তিযান, ৪/১৮৫, হাদীস নং-৬২৮৮)

হযরত সায্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১০১৪ হিঃ) এই হাদীসের আলোকে লিখেন: “যাতে সে এটা মনে না করে যে, এই দু’জন তার বিরুদ্ধে কানাঘুসা করছে।” (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল আদব, ৮/৬৯৯)

এছাড়াও যখন আপনি অনুভব করবেন যে, আপনার কোন কাজে কেউ কু-ধারণায় লিপ্ত হতে পারে তবে তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করুন।

অপরকে কু-ধারণা থেকে বাঁচানোর ৩টি ঘটনা

(১) সে আমার স্ত্রী

হযরত সায্যিদুনা আলী বিন হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব, **হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** মসজিদে (ইতিকাফ অবস্থায়) ছিলেন এবং তাঁর পাশে পবিত্র স্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা নিজের কক্ষে চলে গেলেন তখন **হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** হযরত সায্যিদাতুনা সুফিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করেন: দাঁড়াও, আমি (কিছুদুর) তোমার সাথে যাবো। **হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তাঁর সাথে গেলেন তখন দু'জন আনসারী সাহাবীর সাক্ষাত হলে তাঁরা তাঁকে দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। **হযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তাঁদের দু'জনকে ডেকে ইরশাদ করলেন: “সে হলো (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হাই।”

তাঁরা আরয করলেন: **سُبْحَانَ اللهِ** ইয়া রাসূল্লাহ! (অর্থাৎ এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমরা আপনার ব্যাপারে কু-ধারণা করবো)। **হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: “শয়তান, মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়, তবে আমি ভয় অনুভব করি যে, যেনো সে তোমাদের অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে না দেয়।” (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতিকাফ, ১/৬৬৯, হাদীস নং- ২০৩৮)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ (ওফাত ৮৫২ হিঃ) ফতহুল বারীতে লিখেন: “এই হাদীসে পাক থেকে এটাও জানা গেলো, এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা কাউকে কু-ধারণায় লিপ্ত করে দিতে পারে। ওলামা ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের আরো বেশি ঐ সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যার কারণে লোকেরা তাদের প্রতি কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে যায়, যদিওবা এই কাজে তাদের জন্য মুক্তির পথ রয়েছে, কেননা কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে যাওয়া অবস্থায় তাঁদের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। (ফতহুল বারী, ৪/২৪২, হাদীস নং- ২০৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) আরাভির তেল

মালেকুল ওলামা মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন বাহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ১৩৮২ হিঃ) এর “হায়াতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ” এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: মাওলানা সায্যিদ আইয়ুব আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; বর্ষার দিন ছিলো, ইশার সময় হলে প্রচন্ড বাতাস মাটির তেলের প্রদীপকে বারবার নিভিয়ে দিচ্ছিলো, যা বৃষ্টির জন্য জ্বালাতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো আর এর একটি কারণ এটাও ছিলো যে, মসজিদের বাইরে দিয়াশলাই জ্বালানোরই বিধান ছিলো। তখন নরওয়ারের দিয়াশলাই ব্যবহার করা হতো, যা জ্বালাতে গন্ধকের গন্ধ বের হতো, সুতরাং এই কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে ছয়ুরের বিশেষ খাদিম হাজী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব করলো যে, “একটি লন্টনে সামান্য কাঁচ লাগিয়ে কুপিতে আরাভির তেল ঢাললো এবং তা জ্বালিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত, মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে মসজিদের ভিতর নিয়ে গিয়ে রেখে দিলো।”

কিছুক্ষণ পর যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টি এর উপর পড়লো, বললেন: “হাজী সাহেব! আপনি এই মাসআলা সম্পর্কে জানেন যে, “মসজিদে দুর্গন্ধময় তেল জ্বালানো উচিত নয়।” তিনি আরয় করলেন: “ছয়ুর! এতে আরাভির তেল রয়েছে।” বললেন: “পথচারীরা দেখে কিভাবে বুঝবে যে, এই লন্টন আরাভির তেল দিয়ে জ্বলছে? তারা তো এটাই বলবে যে, অন্যদের ফতোয়া দেয়া হয় যে, দুর্গন্ধযুক্ত তেল মসজিদে জ্বালাইয়ো না আর নিজে স্বয়ং মসজিদে লন্টন জ্বালাচ্ছে, হ্যাঁ! যদি এর পাশে বসে বলতে থাকেন যে, এই লন্টনে আরাভির তেল রয়েছে, তবে সমস্যা নাই।” সুতরাং হাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ লন্টন নিভিয়ে দিয়ে মসজিদের বাইরে রেখে দিলেন।

(হায়াতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ১/১৪৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩) এটি যমযমের পানি

একবার আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আল মদীনা তুল ইলমিয়া এবং তাখাচ্ছুচ ফিল ফিকহ এর ইসলামী ভাইয়েরা আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। তখন আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। অতঃপর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কিছুটা এভাবে বললেন: “এটি যমযমের পানি, তাই আমি দাঁড়িয়ে পান করেছি এবং আপনাদেরকে বলার একটি নিয়ত এটাও যে, যেনো কোন ইসলামী ভাই কু-ধারণায় লিপ্ত হয়ে না যায়।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী পরিবেশ আপন করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কু-ধারণা এবং অন্যান্য জাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** মাদানী পরিবেশের বরকতে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অদৃশ্যভাবে আপনার চরিত্রের অংশ হতে থাকবে। আপনার শহরে অনুষ্ঠিতব্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং আল্লাহ পাকের পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সফর করুন। এই মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে নিজের অতীত জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে এবং অন্তর সুন্দর পরিণতির জন্য অস্থির হয়ে যাবে, যার ফলে গুনাহের আধিক্যের জন্য অনুশোচনা অনুভূত হবে আর তাওবা করার তৌফিক নসীব হবে। আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় নিয়মিত সফর করার ফলে মুখে অশ্লীল এবং অহেতুক কথাবার্তার স্থানে দরুদ শরীফ পাঠ শুরু হয়ে যাবে, তা কোরআনের তিলাওয়াত,

আল্লাহ পাকের হামদ এবং প্রিয় নবী ﷺ এর নাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, রাগের স্বভাব দূর হয়ে যাবে এবং তদস্থলে নম্রতা স্থান করে নিবে, অধৈর্যের অভ্যাস ত্যাগ করে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকা নসীব হবে, কু-ধারণার বদঅভ্যাস দূর হয়ে যাবে এবং সু-ধারণার অভ্যাস হয়ে যাবে, অহঙ্কার থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে যাবে এবং মুসলমানকে সম্মান করার প্রেরণা নসীব হবে, দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভ থেকে মুক্তি এবং নেকীর লোভ অর্জিত হবে, মোটকথা বারবার আল্লাহ পাকের পথে সফরকারীদের জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**।

ফ্যাশন আসক্ত যুবকের তাওবা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** তাঁর প্রসিদ্ধ বিশ্ব নন্দিত রচনা “ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ডের ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখেন:

কলিকাতার (ভারত) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ আরয করছি। তার বর্ণনা হলো: আমি সুন্নাতে ভরা জীবন থেকে অনেক দূরে একটি ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলাম, এক রাতে ঘরে ফেরার সময় মাঝ পথে সবুজ পাগড়ীর বাহার দৃষ্টিগোছর হলো। নিকটে গিয়ে জানতে পারলাম, বোম্বাই থেকে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলের মাদানী কাফেলা এসেছে, তাই এখানে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমার মনে হলো যে, এসব মানুষ দীর্ঘ পথ সফর করে আমাদের শহর কলিকাতায় এসেছেন, তাদের কথা শুনা উচিত। সুতরাং আমি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম, ইজতিমা শেষে তারা মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা বন্টন শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটি রিসালা আমার হাতেও পৌঁছে গেলো, এর উপর লেখা ছিল “ভয়ানক উট”। অবশেষে আমি ঘরে ফিরে এলাম, আগামীকাল পড়ব এই মানসিকতায় রিসালাটি রেখে দিলাম ও শোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঘুমের পূর্বে এমনিতেই যখন রিসালার

পাতা উল্টালাম তখন আমার দৃষ্টি একটি লাইনের উপর পড়লো, শয়তান লক্ষ অলসতা প্রদান করবে, তবুও আপনি এ রিসালা অবশ্যই পড়ে নিন। **إِنَّ شَيْئَ اللَّهِ** আপনার মাঝে মাদানী পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এ বাক্যটি আমার ভিতর খুব গভীরভাবে প্রভাব সৃষ্টি করলো। আমি ভাবলাম, সত্যিই শয়তান আমাকে এ রিসালা কিভাবে পড়তে দেবে, কালকে কে দেখবে! নেকীতে দেরী করা উচিত নয়, এটা এ মুহুর্তে পড়ে নেয়া উচিত। এ কথা ভেবে আমি পড়া শুরু করলাম। ঐ পাক পরওয়ারদিগারের শপথ, যাঁর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে! যখন আমি ভয়ানক উট রিসালাটি পড়লাম, তখন তাতে দুষ্ট কাফিরদের পক্ষ থেকে শ্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর উপর চালানো অত্যাচার নিপীড়নের বেদনাদায়ক বর্ণনা পাঠ করে আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলাম। আমার ঘুম চলে গেলো, দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি কাঁদতে থাকি। রাতেই আমি সংকল্প করলাম যে, সকালেই মাদানী কাফেলায় সফর করবো। যখন সকালে মা-বাবার নিকট আরয করলাম: তখন তারা খুশিমনে অনুমতি দিয়ে দিলেন আর আমি তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। কাফেলা ওয়ালারা আমাকে বদলে দিয়ে কি থেকে কি বানিয়ে দিলেন!

الْحَسْبُ اللَّهُ আমি নামাযী হয়ে ফিরলাম, সবুজ ইমামা শরীফের মুকুট দ্বারা সবুজ হয়ে গেলাম। শরীর মাদানী পোষাকে সজ্জিত হয়ে গেলো, আমার মা যখন আমাকে পরিবর্তন হতে দেখলেন তখন অত্যন্ত খুশি হলেন ও খুব দোয়া করলেন। আত্মীয়-স্বজন সবাই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। **الْحَسْبُ اللَّهُ** বর্তমানে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি তেহসীল মুশাওয়্যারাতের খাদিম (নিগরান) হিসাবে যথাসাধ্য সুন্নাহ প্রসারের সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আশিকানে রাসূল লায়ে জান্নাতকে ফুল,
ভাগ্ন-তে হে কাহা আ-ভী যায়ে ইহা

আ'ও লেনে চলে কাফিলে মে চলো।
পায়েঙ্গে জান্নাতে কাফিলে মে চলো।

(ফয়যানে সুন্নাহ, খাবারের আদব অধ্যায়, ১/২০৫)

اَلْحَسَنُ اللهُ সুল্লাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার জন্য ইবাদত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আহলে সুল্লাত, শায়খে তরীকত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের জন্য ৯২টি, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৩টি এবং মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য ৪০টি মাদানী ইনআমাত প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন। এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার পর নেককার হওয়া পথের সকল বাঁধা-বিপত্তি আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং এর বরকতে সুল্লাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা তৈরী হয়। আমাদের সকলেরই উচিত যে, সৎচরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করা এবং প্রতিদিন পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করে রিসালায় প্রদত্ত খালিঘর পূরণ করা আর প্রতি মাসে অর্থাৎ চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে জমা করানো অভ্যাস গড়া। মাদানী ইনআমাত জানিনা কতযে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছে! এর একটি বালক দেখুন:

নামাযী হয়ে গেলো

নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ ছিলো: এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি ইনফিরাদী কৌশিহ করে আমার বড় ভাইজানকে মাদানী ইনআমাত রিসালার একটি কপি উপহার দিলেন। তিনি তা ঘরে নিয়ে এসে যখন পড়লেন তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এই সংক্ষিপ্ত রিসালায় একজন মুসলমানের ইসলামী জীবন ধারণের অত্যন্ত মজবুত সূত্র দেয়া আছে। মাদানী ইনআমাত রিসালা পাওয়ার

বদৌলতে ﷺ তার নামায পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং নামায জামাআত সহকারে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হতে লাগলো। এখন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেছেন, দাঁড়িও রেখে দিলেন এবং মাদানী ইনআমাত রিসালাও পূরণ করেন।

মাদানী ইনআমাতকে আমেল পে হারদম হার ঘড়ি,
ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতো কি তু ঝড়ি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

(ফয়যানে সুনাত, ফয়যানে রমযান অধ্যায়, ১/৮১২)

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
১	কোরআনে মজীদ	আল্লাহ পাকের বাণী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
২	কোরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
৩	খাযায়িনুল ইরফান	মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
৪	জামেউ লি আহকামিল কোরআন	মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী (ওফাত ৬৭১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫	রুহুল মাআনী	আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আ'লুসী (ওফাত ১২৭০ হিঃ)	দারুল ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী
৬	তাকসীরে কবীর	ইমাম ফকরুদ্দীন রাযী (ওফাত ৬০৬ হিঃ)	দারুল ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী
৭	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৮	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআশ (ওফাত ২৭৫ হিঃ)	দারুল ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী
৯	আল মুসনাদু লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (ওফাত ২৪১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
১০	আল মু'জামুল কবীর	ইমাম সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত ৩৬০ হিঃ)	দারুল ইহইয়াউত তুরাসুল আরাবী
১১	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী (ওফাত ৪৫৮ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২	আল মু'জাতুল আওসাত	ইমাম সুলায়মান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত ৩৬০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৩	ফিরদাউসুল আখবার	হাফিয শেরভিয়া বিন শেহেরদার (ওফাত ৫০৯ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৪	সহীহ ইবনে হাব্বান	আলাউদ্দীন আলী বিন বুলসাবান (ওফাত ৭৩৯ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৫	রওয়র রিয়াহীন	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আসাদ (ওফাত ৭৬৮ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৬	মুফরিদাত	আল্লামা রাগিব আসফাহানী (ওফাত ৪২৫ হিঃ)	আদ দারুল শামিয়া, বৈরুত
১৭	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	রয ফাউন্ডেশন, লাহোর

১৮	ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া	সদরুশ শরীয় আমজাদ আলী আযমী (ওফাত ১৩৭৬ হিঃ)	মাকতাবায়ে রযবীয়া, করাচী
১৯	রিসালাতুল কুশাইরীয়া	ইমাম আব্দুল করীম হোয়াযিন কুশাইরী (ওফাত ৪৬৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২০	তায়কিরাতুল আউলিয়া	শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (ওফাত ৬০৬/৬১৬ হিঃ)	ইত্তিশারাতে গঞ্জিনা
২১	তাম্বিহুল মুগতাররিন	আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ (ওফাত ৯৭৩ হিঃ)	দারুল মারিফা, বৈরুত
২২	মুসনাদে আবী ইয়াল্লা	আবু ইয়াল্লা আহমদ বিন মওসুলী (ওফাত ৩০৭ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৩	মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম মুহাম্মদ গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৪	আল ওয়াযিফাতুল করীমা	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	ইদারা তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রযা, করাচী
২৫	হাদীকাতুন নাদীয়া	আল্লামা আব্দুল গনী নাবলসী (ওফাত ১১৪৩ হিঃ)	পেশাওয়ার
২৬	মিরাতুল মানাজিহ	মুফতী আহমদ ইয়ার খান (ওফাত ১৩৯১ হিঃ)	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
২৭	মলফুযাতে আলা হযরত	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	হামিদ এন্ড কোম্পানী, লাহোর
২৮	হায়াতে আলা হযরত	মালিকুল ওলামা মুহাম্মদ জাফরুদ্দীন বাহারী, (ওফাত ১৩৮২ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৯	ফয়যানে সুন্নাত	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী



নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহু পাকের সম্ভষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন।
 ※ সূন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ※ প্রতিদিন “ফিকরে মদীনা” করার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমাত্র মাদানী উদ্দেশ্য: “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য “মাদানী কাফেলায়” সফর করতে হবে। **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
 ফায়ান্সে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েরাবাস, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
 কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আব্দরকিদ্দা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
 ফায়ান্সে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
 E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net